ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 82 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩৮ ● কলকাতা ● ১৫ ভাদ্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 45

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিছুদিন পরে ঐ রাজাও নিজে মারা যায়। কিন্তু যে স্থানের উপরে সে নিরপরাধ লোকদের হত্যা করেছিল, সেই স্থানে ঐ দুষ্ট প্রভাব নির্মাণ হয়ে যায় আর ঠিক ঐ স্থানের উপর তার আভামণ্ডলও তৈরী হয়ে যায়। আজ শত শত বছর পরেও ঐ স্থানে আজও নিরপরাধ লোকদের মৃত্যু হয়। কখনও দুর্ঘটনা হয়, কখনও আগুন লাগে, কখনও ভূমিকম্প হয়, কখনও বন্যা আসে। মানে কারণ আলাদা আলাদা, কিন্তু আজও সেখানে নিরপরাধ লোকদের মৃত্যু হতে থাকে। সেইজন্য ধ্যান যে কোন জায়গায় বসে করা উচিত নয়। সেইজন্য সদ্গুরুর সান্নিধ্য সর্বদা ধ্যান-সাধনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।

ক্রমশঃ

অযোগ্য তালিকায় ৬ হাজার নাম থাকা উচিত, কোর্টকে ভাঁওতা দিচ্ছে : অভিজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৬-র নিয়োগের বেনিয়ম নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একসময় মামলা শুনেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রায়েই চাকরি বাতিল হয় বিধায়ক পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর। নিয়োগের বেনিয়মের কথা উঠে এসেছিল সেই রায়ে। এবার অযোগ্যদের নাম প্রকাশ হতেই প্রাক্তন বিচারপতি বললেন এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।সেই সব তালিকা এখানে নেই।" তাঁর মতে, অযোগ্যদের সংখ্যা অন্তত পাঁচ থেকে ছ'হাজার। তালিকায় ওই দাগি শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোন স্কুলে কাজ করত, সেটাও দেওয়া হয়নি। তাই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "সুপ্রিম কোর্ট যে স্বচ্ছতার জন্য লিস্ট বের

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

তালিকা বেরতেই ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন ফিরদৌস শামিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনেক টালবাহানার পর শনিবার রাতে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। রয়েছে শাসক দলের অনেক নেতা-নেত্রী বা নেতা-ঘনিষ্ঠদের নাম। তবে এই তালিকার বাইরে কি আর কোনও 'অযোগ্য' নেই? সেই প্রশ্নই এবার সামনে আসছে। তাই তালিকা বেরনোর পরও আবারও আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।শামিমের বক্তব্য, কাদের অতিরিক্ত নিয়োগ করা হল, সেই লিস্টও নেই। তাঁর দাবি, ১১,৬১০ জনের নাম সুপারিশ করেছিল এসএসসি, আর নিয়োগ করা হয়েছে ১২,৯৬৪ জনকে। এছাড়াও ২০১৬-র ওই নিয়োগে প্যানেলে নাম না থাকা বা সুপারিশ না করা অনেকেই নিয়োগপত্র পেয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের নামও যাতে প্রায় প্রকাশ করা হয়, সেই দাবি জানাবেন চাকরিহারাদের একাংশ। তবে কমিশন ওই চাকরিহারাদের অযোগ্য তালিকায় ফেলতে নারাজ।এসএসসি-র প্রকাশিত তালিকার বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। আইনজীবীর দাবি, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এর বাইরে আরও অনেক অযোগ্য আছে বলে দাবি আইনজীবীদের। স্কুল সার্ভিস কমিশন এর আগে সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত অযোগ্যদের হিসেব দিয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উল্লেখ আছে, ঠিক কতজনকে কী কী অভিযোগে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওএমআর জালিয়াতি ও র‍্যাঙ্ক জাম্প মিলিয়ে নবম-দশমে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৯৩ জনকে, একাদশ-দ্বাদশে ৮১০ জনকে চিহ্নিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। শনিবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সো মূলত ওএমআর জালিয়াতি ও র‍্যাঙ্ক জাম্পেপর অভিযোগের ভিত্তিতেই তৈরি। তবে এর বাইরেও আরও অনেক বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের দাবি, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁরাও বেআইনি চাকরিপ্রাপক বলে দাবি আইনজীবীদের। অভিযোগ, প্যানেলের মেয়াদ থাকে এক বছর, সেই হিসেবে তৃতীয় কাউন্সেলিং থেকে পুরো প্রক্রিয়াটাই বেআইনি। সে ক্ষেত্রে আরও অনেক নাম বাদ পড়া উচিৎ বলে দাবি আইনজীবীদের।

নতুন আলোর ফুটবল

অরবিন্দ অধিকারী
(পশ্চিম মেদিনীপুর)

"ফুটবলের মাঠে ফেরার ডাক—ভারতের যুব সমাজকে মূলস্রোতে ফেরাচ্ছে সুন্দর খেলা"

ভারতবর্ষে ফুটবল কেবল একটি খেলা নয়, বরং মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি ও জীবনের অংশ। বিশেষ করে যুব সমাজের জন্য এটি একটি আশার আলো। যখন অনেক তরুণ মাদক, বেকারত্ব ও অবক্ষয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন ফুটবল তাদের ফিরিয়ে আনছে মূল স্রোতে। খেলার মাঠে ফিরে তারা খুঁজে পাচ্ছে নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন ও সমাজে সম্মানের

এরপর ৩ পাতায়

রবিবার সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন সাড়ম্বড়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলায়

বহরমপুর, বাসিরুল হক

পাবলিক লাইব্রেরিডে ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন বিভাগের সেরা পাঠককে পুরস্কার প্রদান, বিভিন্ন সংস্থাকে গ্রন্থাগার এর জন্য বই দান করার আবেদন, পাঠক পাঠিকাদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ও তাদের স্বাক্ষর গ্রহণের ব্যবস্থা ও জেলার সেরা গ্রন্থাগারকে পুরস্কার প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় জেলা গ্রন্থাগার , মুর্শিদাবাদের সেমিনার হলে। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সহযোগিতায় , এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। মাস এডুকেশন দপ্তরের - বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মূকাভিনয় ও সংগীত পরিবেশন , গ্রন্থাগার কর্মীদের তাৎক্ষনিক বক্তৃতা প্রমুখ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা, তথ্য , ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতি, জেলা জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার আধিকারিক, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক -গ্রন্থাগার,জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার , প.ব সরকার সহ অন্যান্যরাও।

সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন সাড়ম্বড়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলায়। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি মহকুমার গ্রন্থাগার থেকে কর্মী, পাঠক ও প্রতিযোগিরা। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা সংগীতা অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন। মূক ও বধির ছাত্র-ছাত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় করেন।

(২ পাতার পর)

নতুন আলোর ফুটবল

আসন।

ফুটবল ভারতে নতুন কিছু নয়। কলকাতার ময়দানের মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান শুধু ক্লাব নয়, তারা এক একটি ইতিহাস। গ্রামেগঞ্জে পাড়ার মাঠে যেমন ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে কিশোররা, তেমনি শহরের বড় স্টেডিয়ামগুলোতেও জমে ওঠে উৎসব। বিশ্বকাপ এলে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডা—সর্বত্র ফুটবলের উত্তেজনা। এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে যুব সমাজকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানো সম্ভব।

ভারতের তরুণ প্রজন্ম আজ নানা সমস্যার মুখোমুখি:

(১)বেকারত্ব: উচ্চশিক্ষিত হলেও কাজ পাচ্ছে না অনেকে।

(২)মাদকের আসক্তি: শহর থেকে গ্রাম—সবখানেই তরুণদের মধ্যে আসক্তি বাড়ছে।

(৩)ডিজিটাল বিভ্রান্তি: অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার ও গেম আসক্তি বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

(৪) সামাজিক অবক্ষয়: অপরাধপ্রবণতা ও হতাশা তরুণদের গ্রাস করছে।

এমন পরিস্থিতিতে খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবল, তাদের জন্য আশার সেতু হতে পারে

ফুটবলের ইতিবাচক প্রভাব

১.শারীরিক স্বাস্থ্য: নিয়মিত অনুশীলনে শরীর সুস্থ থাকে।

২. মানসিক শক্তি: দলগত খেলার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে ওঠে।

৩. শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব: ফুটবল শিখায় নিয়ম মানা, দলকে নেতৃত্ব দেওয়া।

৪. সামাজিক বন্ধন: মাঠে সবাই সমান—ধর্ম, জাতি, শ্রেণি নির্বিশেষে।

৫. অর্থনৈতিক সম্ভাবনা: খেলাধুলার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ার গড়া যায়।

বাস্তবে বিভিন্ন প্রদেশে কিভাবে ফুটবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে

পশ্চিমবঙ্গ: কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতি এখনো তরুণদের টানে। অনেক ছেলে-মেয়ে একাডেমিতে ভর্তি হচ্ছে।

মণিপুর: এখানে ফুটবল শুধু খেলা নয়, গ্রামীণ যুবকদের জীবন পরিবর্তনের মাধ্যম। অনেক ফুটবলার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলছেন।

কেরালা: "সেইভ ফুটবল, সেইভ ইয়ুথ" নামে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখছে।

ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা: আদিবাসী যুবকদের ফুটবলে যুক্ত করতে স্থানীয় ক্লাব ও এনজিও কাজ করছে।

অরুন(২০) (কলকাতা) বাবুর মতে,

“আমি আগে সময় নষ্ট করতাম মোবাইলে। কোচ আমাকে দলে নিয়েছেন। এখন প্রতিদিন অনুশীলন করি। আমার স্বপ্ন একদিন বড় ক্লাবে খেলা।”

সামাজিক কর্মী মধুমিতা দেবীর মতে,

“ফুটবল শুধু শরীরচর্চা নয়, এটা তরুণদের নতুন জীবন দেয়। যারা একসময় মাদকে ডুবে ছিল, তারাই এখন মাঠে সবার জন্য অনুপ্রেরণা।”

কোচ রাজীব দা বলেছেন,

“তরুণদের বোঝাতে হবে খেলাধুলা মানে ক্যারিয়ারের সুযোগও। একাডেমি, কোচিং ও লিগগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।”

ফুটবল তরুণদের জন্য এক ধরনের বিকল্প জীবনধারা। খেলার মাঠে নিয়মিত অংশগ্রহণ তাদের নেতিবাচক অভ্যাস থেকে দূরে রাখে। দলগত খেলা হওয়ায় তাদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা তৈরি হয়। সরকার ও সমাজ যদি ফুটবল অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দেয়, তবে এটি তরুণ প্রজন্মের জন্য মূলস্রোতে ফেরার একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চলছে জোর কদমে

AIFF (All India Football Federation): যুব ফুটবল লিগ চালু করেছে।

স্কুল ফুটবল প্রোগ্রাম: বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টুর্নামেন্ট।

কর্পোরেট স্পনসরশিপ: ISL (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) তরুণদের অনুপ্রাণিত করছে।

এনজিও ও স্থানীয় ক্লাব: গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ভারতের যুব সমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য ফুটবল হতে পারে শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য দরকার—

১.গ্রামীণ পর্যায়ে ফুটবল অবকাঠামো উন্নয়ন।

২. স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ফুটবল প্রশিক্ষণ।

৩.মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইনের সঙ্গে ফুটবলকে যুক্ত করা।

৪. তরুণ ফুটবলারের ক্যারিয়ার সাপোর্ট।

৫.মিডিয়া ও জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর সামাজিক ভূমিকা।

ফুটবল কেবল খেলা নয়, এটি যুব সমাজের জন্য এক নতুন আশার আলো। অনেকেই অবাধ্য জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে জোরালো ভাবে উন্নত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে আই আই টি, এনআই টি গুলোতে ভালো ভালো শিক্ষার্থী বিকেলে অথবা সন্ধ্যার দিকে নিয়মিত ফুটবল চর্চা করছে। ভারতের প্রতিটি মাঠে যদি আবার ফুটবল গড়িয়ে যায়, তবে তরুণরা ফিরে আসবে মূল স্রোতে—এটাই সময়ের দাবি।

(১ম পাতার পর)

অযোগ্য তালিকায় ৬ হাজার নাম থাকা উচিত, কোর্টকে ভাঁওতা দিচ্ছে: অভিজিৎ

করতে বলেছিল, সেটা হল না। রাজ্য কত রকমের ভাঁওতাবাজি চালাবে? সুপ্রিম কোর্টকেও ভাঁওতা দিচ্ছে।" এই তালিকার উপর কোনওভাবে নির্ভর করা যাবে না বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, আবারও দুর্নীতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি চান, পরীক্ষার সময় ওএমআর সরবরাহ এবং আলাদা সিল কভারে সেগুলি নিয়ে যাওয়ার কাজটা কমিশন ছাড়া অন্য কোনও অথরিটিকে দিয়ে করাতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবে বলে মনে করেন তিনি।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার রাতে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেখানে ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, এই সংখ্যাটা অনেক বেশি হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঠিক কী কী ভাবে দুর্নীতি হয়েছে।

তিনি বলেন, "ওএমআর শিটে নম্বর বদল হয়েছে। একদল পরীক্ষাতেই বসেনি, চাকরি পেয়ে গিয়েছে। লিস্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সুপারিশ করে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে একদলকে। এছাড়া এসএসসি যতজনকে সুপারিশ করেছিল, তার থেকে বেশি লোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাপান সফর শেষ করে চিনে পা রাখলেন মোদী

চিনের মাটিতে পা রাখতেই মোদী পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। জাপান সফর শেষ করে এবার চিনের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৫ তম এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান পৌঁছল চিনের তিয়ানজিন শহরে। ভারত তো বটেই মোদির এই সফরে বাড়তি নজর গোটা বিশ্বের। বিশেষ করে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মাঝেই চিন-ভারতের একমঞ্চে আসা, আমেরিকার জন্য জোরাল বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান, ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উন। সকলেই তাকিয়ে আছে এই বৈঠকের দিকে।

আগামী ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনের তিয়ানজিনে বসছে ২৫তম সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠক। সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১০টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এসসিও। তবে সময় বদলেছে। সমসাময়িক বিশ্বকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন উদ্দেশ্যও যোগ হয়েছে এসসিওতে। শুল্কের খাঁড়া হাতে বিশ্বজুড়ে মার্কিন 'দাদাগিরি'র মাঝে রবিবার একমঞ্চে বসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন, নরেন্দ্র মোদি, তুরস্কের এরদোগান, ইরানের পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উনরা। অনুমান করা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যেকার সমস্যাকে পিছনে ফেলে বৃহত্তর স্বার্থে এই মঞ্চ থেকেই একত্রে চলার শপথবাক্য পাঠ করতে পারেন এশিয়ার নেতারা।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

তন্ত্র) কিংবদন্তী অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্নিত দেহের সতীর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই কালীঘাট তীর্থে পড়েছিল।

জনশ্রুতি যে বল্লাল সেনের সময় (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) এই জায়গাটি কালীক্ষেত্র নামে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর আমলে তীর্থ দর্শনের আশায় অনেক পুন্যার্থী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীক্ষেত্রে স্নান করতে আসতেন।

সেই সময় এই কালীক্ষেত্র বহুলা (বেহালা?) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যিখানে ত্রিভুজাকৃতি ৩ কিলোমিটার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অযোগ্য শিক্ষকের নামের তালিকায় ভরে আছে শাসক দলের নেতা-কর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- এটা প্রত্যাশিত ছিল। অযোগ্য শিক্ষকদের বড়ো অংশ প্রচুর টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনেছেন। আর একটা বড়ো সংখ্যার শিক্ষক হলেন শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী বা তাদের ঘনিষ্ঠ। দাগি শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ পেতেই অনেকটাই সামনে চলে এসেছে। খোদ বিধায়ক কন্যার নাম ছিল বাতিল শিক্ষকদের তালিকায়। শোরগোলও পড়ে গিয়েছিল চোপড়ায়। এরইমধ্যে এসএসসির আদালতে যে হলফনামা দেয় সেখানে বেআইনি নিয়োগ হিসেবে বলা হয়েছিল চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের মেয়ে রোশনারা বেগমকে। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় দাগিদের যে লিস্ট সামনে আনা হয় তাতে নাম ছিল না রোশনারার। তা নিয়ে চাপানউতোর বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতে এসএসসির দাগি তালিকায় জুড়ল হামিদুল রহমানের মেয়ের নাম। ২০১৮ সাল থেকে কালীগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন রোশনারা। এসএসসির হলফনামায় স্পষ্টতই তাঁর নিয়োগকে বেআইনি নিয়োগ হিসাবে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাল প্রকাশিত প্রথম তালিকায় অর্থাৎ যে ১৮০৪ জনের নাম সামনে আনা হয়েছিল তাতে নাম ছিল না রোশনারার। কিন্তু বিতর্ক শুরু হতেই দেখা যায় মাঝরাতেই তৃতীয় তালিকায় যুক্ত হল বিধায়ক কন্যার নাম।

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কোনোটি দ্বিভুজ, কোনোটি চতুর্ভুজ, কোনোটি ষড়ভুজ, আবার কোনোটি ষোড়শভুজ। ... দ্বিভুজ মূর্তিতে হেরুক নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং একক বিরাজ করেন, তাঁহার সহিত শক্তি থাকে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দিলীপ ঘোষকে প্রাসঙ্গিক করতে উঠে পরে লেগেছে শমীক ভট্টাচার্য

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে একসময় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি দলের বহু পদ সামলেছেন। এখন গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে তিনি কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দিলীপ ঘোষ কি ফিরতে পারেন রাজ্য কমিটিতে? কিংবা দলের অন্য কোনও সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন দিলীপ? যদিও দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি সহ রাজ্য বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব সকলেরই একই মত, দিলীপ ঘোষ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে এবার দিল্লির নেতারা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে ফের রাজ্য কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটিতে আসন দেন কিনা, সেটাই দেখার। শেষবার রাজ্য বিজেপির সল্টলেক দফতরে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপ বলেছিলেন, তাঁর এখনও 'মার্কেটে' দাম আছে। দলীয় পদ নেই, সাংসদ পদও গিয়েছে ২০২৪ সালে। তবু যে তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে প্রাসঙ্গিকতা হারাননি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বারবার। এবার কি তবে নতুন করে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? আবার কি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাবেন দিলীপ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সাংসদ পূর্বে জানিয়েছেন, "দেখি পার্টি কীভাবে চায়। আমি তো বিধানসভায় আগে প্রার্থী হয়েছি, লোকসভাতেও হয়েছি। পার্টির প্রয়োজনে যেটা দরকার, সেটা করব।" শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর দলে পুরনোদের আধিক্য এবং গুরুত্ব যে বেড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আদি কর্মীদের দায়িত্বভার বৃদ্ধি এবং তাদের রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই শমীক ভট্টাচার্যের অন্যতম লক্ষ্য, সে কথাও আগে স্পষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষ যে বিজেপির দাপুটে নেতা, সে কথা অনস্বীকার্য। সুতরাং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিলীপ ঘোষকে ফের প্রাসঙ্গিক করে পদ্ম শিবিরের রাজনীতির সামনের সারিতে আনা হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

'অবিলম্বে আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিন' - দাবি সুমন বিশ্বাসের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস। তাকে একাধিকবার পুলিশের নিগ্রহের মুখেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু তিনি আন্দোলন থেকে সরে আসেন নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অবশেষে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। ১৮০৪ জন শিক্ষকের নাম আছে সেই তালিকায়। আর তারপরই নানাবিধ তোপের মুখে পড়েছে এসএসসি। তারা আরও আগে এই তালিকা প্রকাশ করলে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি হারানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতো না বলে অভিযোগ উঠছে। এই বিষয়ে রবিবার এসএসসি-কে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন যোগ্য আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মঞ্চের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এসএসসি অযোগ্য শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করার পরই যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। এই প্রসঙ্গে যোগ্য চাকরিহারাদের মঞ্চের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস বলেন, অবিলম্বে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করুন।

পাশাপাশি তিনি এসএসসি ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে তালিকায় থাকা ১৮০৪ জন অযোগ্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সন্ধ্যা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ট্রাম্পের জন্য নোবেলের সুপারিশ করেননি মোদী

বেবি চক্রবর্তী:দিল্লী

অনেক পরে ঘটনাটা প্রকাশ্যে আসে। ভারতের উপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাগের কারণ এবার জানা যাচ্ছে। গত ১৭ জুন বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একবার দীর্ঘ কথোপকথনের পর আর ফোন রিসিভ করেননি মোদি। এর পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে বেশকিছু টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ পড়েছে ভারতের উপর। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ঘুরপথে ভারতকে দায়ী করেছেন ট্রাম্প। সেই ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পর অবশেষে প্রকাশ্যে এল কেন সেদিন ট্রাম্পের ফোন ধরেননি মোদি।মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস গত ১৭ জুনের সেই ফোন কলের বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে ধরেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস গত ১৭ জুনের সেই ফোন কলের বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে ধরেছে।

সেখানে দাবি করা হয়েছে, ওইদিন ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে মোদির কাছে তাঁর আর্জি ছিল, ভারত যেন নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁর (ট্রাম্প) নাম প্রস্তাব করেন। নিউইয়র্ক টাইমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেদিন প্রায় ৩৫ মিনিট কথোপকথন হয়েছিল ট্রাম্প ও মোদির মধ্যে। যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সংঘর্ষ বিরতির প্রসঙ্গ তোলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেন, দুই দেশের সামরিক উত্তেজনা থামাতে পেরে তিনি গর্বিত। এরপরই জানান, পাকিস্তান তাঁকে (ট্রাম্প) নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব দিতে চলেছে। ট্রাম্পের উদ্দেশ্য ছিল, মোদি যাতে ওই একই প্রস্তাব তাঁর জন্য পেশ করে। কিন্তু মোদী তা না করায় ট্রাম্প প্রবল ক্ষুব্ধ।

(৪ পাতার পর)

অযোগ্য শিক্ষকের নামের তালিকায় ভরে আছে শাসক দলের নেতা-কর্মীরা

শুধু বিধায়ক কন্যারই যে নাম রয়েছে এমনটা নয়। তালিকায় তৃণমূল কাউন্সিলর যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিও। হুগলির খানাকুলের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য বিভাস মালিকের নাম রয়েছে তালিকায়। একইসঙ্গে নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রীরও। তালিকায় রয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল সভানেত্রীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। নাম রয়েছে হুগলির জেলা পরিষদের সদস্য সাহিনা সুলতানার। রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত জলচক অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি অজয় মাঝির নাম। রয়েছে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষের নাম। রয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল

শুভেন্দু এবার বাধ্য হয়েই রাকেশের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে

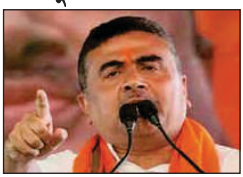

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ছিলেন শুভেন্দুর খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু শনিবার থেকে হঠাৎ করেই শুভেন্দু রাকেশের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে থাকেন। রাজনৈতিক মহল বলছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে হামলা চালানোর কারণেই শুভেন্দুর এই দূরত্ব তৈরী। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে তাণ্ডব চালিয়েছেন রাকেশ। রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসের নেতাদের ছবি ও তাদের দলীয় পতাকায় আগুনও ধরিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে রাকেশ ও তাঁর দলবলকে। আর এই ঘটনায় কার্যত চাপে পড়েই রাজ্য বিজেপি পাশে থাকছে না রাকেশের। গেরুয়া শিবিরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত রাকেশ। তাই তাঁর পাশে বিজেপি নেতারা কেউই না দাঁড়ানোয় বঙ্গ বিজেপির কোন্দলও সামনে এসেছে।

শুভেন্দুও কার্যত চাপে পড়ে এ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর বক্তব্যই সমর্থন করেছেন। শমীক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকায় আগুন লাগানোর ঘটনা বিজেপি সমর্থন করে না।" তাছাড়া, এটা পার্টির কোনও অনুমোদিত কর্মসূচি ছিল না বলেও তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চে দেখা গিয়েছে রাকেশকে। অন্যদিকে কংগ্রেস দপ্তরে রাকেশের নেতৃত্বে হামলা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, "রাকেশ বিজেপি সমর্থক। বিজেপির মেম্বারশিপ নিয়েছে। সে থাকতেই পারে। তবে এই ঘটনা নিয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন, সেই বক্তব্যই আমি সমর্থন করি। শমীকদা বলেছেন এটা দলের অনুমোদিত কর্মসূচি নয়।

(৫ পাতার পর)

'অবিলম্বে আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিন' - দাবি সুমন বিশ্বাসের

বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন। বলেছেন, যাদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন তাদের নামটা এবার বলুন। সেই নেতাদের কলার চেপে ধরে নিজের টাকা আদায় করুন। এসএসসি'র প্রকাশ করার তালিকা যোগ্য চাকরিহারাদের তরফ থেকে যে তালিকা অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে বলে সুমন বিশ্বাস আরও জানিয়েছেন। এই তালিকায় থাকা ১৮০৪ জনকে ১২ শতাংশ সুদ সহ এতদিন যত বেতন পেয়েছেন সবটাই ফেরত দিতে হবে। সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সামাজিক বিপর্যয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

সিনেমার খবর

‘সিকান্দারের’ ভরাডুবির কারণ জানালেন পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দুই বছর পর নতুন সিনেমা ‘সিকান্দার’ নিয়ে বড়পর্দায় ফিরেছিলেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান। তবে ভক্ত-অনুরাগী থেকে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত যে আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পূরণ হয়নি। ছবিটি দর্শকের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বক্স অফিসে ‘সিকান্দার’ হতাশাজনক পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক এ আর মুরুগাদোস এই ব্যর্থতার দায় নিজেই নিয়েছেন।

সাক্ষাৎকারে এ আর মুরুগাদোস বলেন, ‘আসলে ছবির মূল গল্প ছিল আবেগঘন। এক রাজার কাহিনি, যে নিজের স্ত্রীকে কোনোদিন বোঝেনি। আমরা সবাই কমবেশি এমনই—মা, বন্ধু বা স্ত্রী, সম্পর্কের মূল্য অনেক সময় বুঝতে পারি না।

‘যখন তারা আমাদের ছেড়ে চলে যান, তখনই অপরাধবোধ চেপে ধরে। ছবিতে রাজা যখন স্ত্রীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে, তার অঙ্গ দান হয়ে যায় তিনজনের শরীরে।’

তার কথায়, ‘এরপর রাজা তাদের খুঁজে বের করেন, স্ত্রীর জন্য যা যা করতে পারেননি, সেই সব পূরণ করার চেষ্টা করেন। এভাবেই গোটা একটি গ্রাম তার আপন হয়ে ওঠে। গল্পটা ছিল আবেগঘন, কিন্তু আমি ঠিকমতো তা পর্দায় ফুটিয়ে উঠতে পারিনি।’

পরিচালকের ভাষ্যে, ‘আমি ‘গজিনি’ করতে পেরেছিলাম কারণ ওটা রিমেক ছিল। আগে থেকেই সেটার উপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সিকান্দার ছিল অরিজিনাল, তাই সেই জায়গায় আমি স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। আমি এটা বলছি না যে আমি হিন্দি সিনেমায় আর ফিরব না। অবশ্যই ফিরব, তবে নিজের কমফর্ট জোনে। দর্শক যখন আমার ভাবনার সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পায় না, তখন সেটা আমায় খুব আঘাত করে।’

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে মুরুগাদোস প্রথম বলিউডে পা রাখেন ‘গজিনি’ দিয়ে। নিজের তামিল ছবির রিমেক হিসেবে নির্মিত এই থ্রিলার হিন্দি সিনেমায় ব্লকবাস্টার হয়। আমির খান, আসিন, জিয়া খান এবং প্রদীপ রাওয়াত অভিনীত ছবিটি বাজেট ছিল ৫২ কোটির, আর আয় করেছিল প্রায় ১৯৪ কোটিরও বেশি।

রাজনীতিতে এসে কাজ হারিয়ে বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করলেন রুদ্রনীল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একসময় টালিউডে ব্যস্ততম অভিনেতাদের একজন ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষ। শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য আলাদা পরিচিতি থাকলেও, রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পর বদলে গেছে তার জীবনচিত্র। কাজ নেই, নিয়মিত আয়ের পথ বন্ধ। ফলস্বরূপ, অর্থসংকটে পড়ে নিজের দামি গাড়ি ও ফ্ল্যাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রুদ্রনীল বলেন, 'আমার রেঞ্জ রোভার ছিল, দাম ছিল ৬৫ লাখ টাকা। অভিনয় করেই কিনেছিলাম, কোনো রাজনৈতিক পয়সা নয়। কিন্তু এখন সেটাও বিক্রি করতে হয়েছে, কারণ পরিবার নিয়ে চলতে হবে।'

রাজনীতির কারণে টালিউডে তার ওপর অনানুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। 'যারা একসময় বন্ধু ছিল, আজ তারা আমাকে নিতে ভয় পায়। বলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে! অথচ তারাই একসময় আমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছে,' ব্যথা ঝরল রুদ্রনীলের কণ্ঠে।

রাজনীতিতে রুদ্রনীলের পথচলা শুরু বাম দল দিয়ে, পরে তৃণমূল, এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি যোগ দেন বিজেপিতে। তখন থেকেই কাজের খরা দেখা দেয়। আগামী নির্বাচনে আবারও তাকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে দেখা যেতে পারে এমন জোর গুঞ্জন চলছে।

ব্যক্তিগত জীবনেও একাকী রুদ্রনীল। এখনো অবিবাহিত, থাকেন দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে। জানালেন, ২০২৬ সালে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন, চলছে পাত্রীর খোঁজ।

তবে হতাশার মাঝে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ধূমকেতু’। দেব ও শুভশ্রী অভিনীত এই ছবিতে রুদ্রনীলের চরিত্রটি দর্শকের নজর কেড়েছে। অনেকেই বলছেন, নায়ক-নায়িকাকে ছাপিয়ে তিনি বাজিমাত করেছেন।

ইধিকাকে ‘বাংলার ক্রাশ’ বললেন দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে ইধিকা পালের। যে ছবিতে হাত দিচ্ছেন, তাতেই সাফল্য পাচ্ছেন তিনি। টলিউডে কানাঘুষা, তিনি নাকি ‘লাকি চার্ম’! এবার দেবের পক্ষ থেকে বড় প্রশংসা পেলেন তার ‘খাদান’ সিনেমার ‘কিশোরী’। ইধিকা পালকে ‘বাংলার ক্রাশ’ বলে সম্বোধন করলেন টলিউড সুপারস্টার দেব।

আসলে টেলিপর্দা থেকে উত্থান হলেও স্বল্প দৈর্ঘ্যের অভিনয় কেরিয়ারে বড়পর্দায় একের পর এক সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন ইধিকা। কখনও তিনি বাংলাদেশের ‘প্রিয়তমা’, আবার কখনও বা এপার বাংলার ‘কিশোরী’। ‘খাদান’ ছবির পরও দেবের বিপরীতে আরও দুই সিনেমার মুখ্য চরিত্রে তিনি। প্রথমত, ‘রঘু ডাকাত’ এবং দ্বিতীয়ত, ‘প্রজাপতি ২’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ইধিকাকে। রোমান্টিক নায়িকার খোলস ছেড়ে ইতিমধ্যেই অভিনেত্রী হিসেবে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে ভিন্ন স্বাদের সিনেমায় অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল।

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বহুরূপ’ সিনেমার ট্রেলারে সোহমের পাশাপাশি সাড়া ফেলে দিয়েছেন ইধিকা পালও। আর বুধবার রাতে সেই ট্রেলার শেয়ার করেই ইধিকাকে প্রশংসায় ভাসালেন দেব। সেখানেই আসন্ন সিনেমার জন্য সোহম চক্রবর্তীকে ভাই সম্বোধন করে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ইধিকাকে ট্যাগ করে ‘বাংলার ক্রাশ’ বলে সম্বোধন করেছেন দেব। পাল্টা উত্তর দেন তার ‘কিশোরী’। দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

উল্লেখ্য, ‘খাদান’ ছবির পর থেকেই দেব-ইধিকার রসায়ন নিয়ে ভক্তদের মাঝে যেমন উন্মাদনা, তেমনই কৌতূহল। মাঝে শোনা গিয়েছিল, প্রজাপতি ২ থেকে নাকি তিনি বাদ পড়েছেন। কিন্তু সব জল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে দেব-মিঠুনের ব্লকবাস্টার সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাকে। রঘু ডাকাত-এর টিজারেও ‘সৌদামিনী’র ভূমিকায় নজর কেড়েছেন তিনি। এবার তার ‘বহুরূপ’-এর পালা।

ইজেকে হারিয়ে সাভিনহোর দাম বাড়াল টটেনহ্যাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়তে চান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার সাভিনহো। ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিয়মিত খেলতে যেতে চান টটেনহ্যামে। তার জন্য ৬০ মিলিয়নের প্রস্তাবও দিয়েছিল স্পার্সরা। কিন্তু ম্যানসিটি তা নাকোচ করে দেয়। চলতি মৌসুমে সাভিনহোকে দরকার বলে জানিয়ে দেন সিটিজেন কোচ পেপ গার্দিওলা।

সাভিনহোকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের তরুণ ইংলিশ ফরোয়ার্ড এবরেসি ইজে'কে কিনতে চেয়েছিল টটেনহ্যাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর্সেনাল তাকে ছিনতাই করে নিয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ৭৮ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে গানাররা তার সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে।

ইজি'কে হারিয়ে টটেনহ্যাম নতুন করে সাভিনহোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। আগের ৬০ মিলিয়ন ইউরোর জায়গায় ৮০ মিলিয়ন দিতে চায় স্পার্সরা। এর আগে

সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছিল, ৮০ মিলিয়ন পেলে সাভিনহোকে ছেড়ে দেবে সিটিজেনরা।

ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে আর্সেনালে এবরেসি ইজে। ছবি: ফাইল

ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে আর্সেনালে এবরেসি ইজে। ছবি: ফাইল

সাভিনহোর এজেন্টও নতুন করে লন্ডনে আলোচনা করতে গেছেন বলে জানিয়েছে ব্রাজিলের সংবাদ মাধ্যম গ্লোবো। তবে ম্যানসিটি নাকি এখনো সাভিনহোকে বিক্রি না করার জায়গাতেই স্থির আছে। তবে খেলোয়াড়ের দিক থেকে সবুজ সংকেত থাকায় ওই চুক্তি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে পারে।

এর মধ্যে 'ডিফেন্সা সেন্ট্রাল রিপোর্ট' দিয়েছে চমকপ্রদ এক দলবদলের তথ্য। তাদের মতে, রিয়াল মাদ্রিদ রদ্রিগোকে টটেনহ্যামে ধারে পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে। স্পার্সরা আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলায় লস ব্লাঙ্কোসদের পরিকল্পনায় সাড়া থাকতে পারে রদ্রিগোর। বিশ্বকাপ সামনে থাকায় রিয়ালের বেঞ্চে বসে থাকার চেয়ে ধারে স্পার্স শিবিরে খেলাকে গুরুত্ব দিতে পারেন রদ্রিগোও।

রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। ছবি: ফাইল

রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। ছবি: ফাইল

রিয়ালে মৌসুমে প্রায় ১০ মিলিয়ন ইউরো বেতন পান রদ্রিগো। প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ছাড়া তার ওই বেতনের চাহিদা মেটাতে পারবে না ইতালি কিংবা জার্মানির কোন ক্লাবও। অবশ্য সাভিনহো টটেনহ্যামে গেলে রদ্রিগোর নতুন করে ম্যানসিটিতে যাওয়ার পথ খুলতে পারে। ইউরোপের শীর্ষ লিগের দলবদলের দরজা বন্ধ হবে ১০ দিন পর। ক্লাবগুলোকে যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

ইসরায়েল ম্যাচের লভ্যাংশ ফিলিস্তিনিদের দেবে নরওয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন। সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ থেকে অর্জিত লভ্যাংশ গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের জন্য দান করা হবে। নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে গাজার সাধারণ মানুষের ওপর একতরফা আক্রমণ চলছে। প্রতিদিন প্রাণহানি ঘটছে, মানুষ মানবিক সেবার জন্য হাহাকার করছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নীরব থাকা সম্ভব নয়। তাই আমরা গাজায় মানবিক ত্রাণ ও জরুরি সেবা কার্যক্রম চালানো সংগঠনগুলোকে সহায়তা করব।'

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে নরওয়ে–ইসরায়েল ম্যাচের টিকিট বিক্রি। তবে এই টিকিট বিক্রি থেকে কত আয় হতে পারে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। ম্যাচটিকে কেন্দ্র করে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছে নরওয়ে ফেডারেশন। নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় পুলিশ ও উয়েফা একসঙ্গে কাজ করবে।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১১ অক্টোবর নরওয়ের রাজধানী অসলোতে উল্লেভাল স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামে মোট ২৬ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা থাকলেও বাড়তি নিরাপত্তার কারণে প্রায় তিন হাজার টিকিট কম ছাড়া হবে বলে জানা গেছে।

দ্বিতীয় পাকিস্তানি হিসেবে ৪০০ উইকেটের ক্লাবে আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মোহাম্মদ আমিরের পারফরম্যান্স এখনো সমান আলোচিত। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে গিয়ে এবার গড়লেন বিশেষ এক মাইলফলক। অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের বিপক্ষে ম্যাচে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৪০০তম উইকেট শিকার করলেন এই বাঁহাতি পেসার।

স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে বুধবার অনুষ্ঠিত ম্যাচের ১৯তম ওভারে ফাবিয়ান অ্যালেনকে আউট করে ৪০০ উইকেটের ক্লাবে পা রাখেন আমির। অ্যালেন ফ্যালকনসের পক্ষে ২০ বলে ৪৫ রান করে আমিরের শিকার হন।

এই উইকেটের মাধ্যমে আমির হয়ে গেলেন দ্বিতীয় পাকিস্তানি বোলার, যিনি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪০০ উইকেট শিকার করলেন। ৩৪৩ ম্যাচে এই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে মোট

উইকেটের দিক থেকে তিনি এখন নবম স্থানে আছেন।

পাকিস্তানি বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি উইকেট:

ওয়াহাব রিয়াজ : ম্যাচ- ৩৪৮ | ৪১৩ উইকেট

মোহাম্মদ আমির : ম্যাচ- ৩৪৩ | ৪০০ উইকেট

সোহেল তানভীর : ম্যাচ- ৩৮৮| ৩৮৯ উইকেট

ইমাদ ওয়াসিম : ম্যাচ- ৪০৫ | ৩৭৫ উইকেট

শহিদ আফ্রিদি : ম্যাচ- ৩২৯ | ৩৪৭ উইকেট

তবে ব্যাটে-বলে নজরকাড়া এই অর্জনের পরও জয় পাননি আমির। অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা ফ্যালকনসের বিপক্ষে তার দল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স হেরে গেছে ৮ রানে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR